"সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন"।
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১খ্রি.


## অনলাইনে ঋণের কিস্তি জমা ব্যবস্থার উদ্বোধন

ভার্চুয়ালি সংযুক্ত অর্থমন্ত্রী ও অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব (বাঁ -এ যথাক্রমে উপরে ও নিচে)এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সিএজি (মাঝে), এফ আইডি সচিব (ডানে দ্বিতীয়), বিএইচবিএফসি পর্ষদ চেয়ারম্যান (বাঁ-এ প্রথম), বিএইচবিএফসি এমডি (ডানে প্রথম) ও এসবিএল পর্ষদ চেয়ারম্যান

গত ৭ নভেম্বর, রবিবার বিএইচবিএফসি'র ঋণের কিস্তি অনলাইনে জমা ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হয়। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি অনলাইনে এ ব্যবস্থার শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে, প্রতিষ্ঠানটির ঋণের কিস্তিসহ সব রকম বিক্রয়যোগ্য ফরমের মূল্য ও সরকার নির্ধারিত ফি-এর অর্থ এখন যেকোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করা যায়। এখন সোনালী ব্যাংক লি. (এসবিএল) এর সোনালী ই-সেবা পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে গ্রাহকের নিজ একাউন্টের টাকা তাঁর ঋণ হিসাবে স্থানান্তরের পাশাপাশি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড অথবা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে এ জমা সম্পন্ন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। জমা পরবর্তীতে জমাকৃত অর্থের তথ্য এবং বিদ্যমান ঋণ স্থিতির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে অটো জেনারেটেড ভাউচার এবং এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহক জানতে পারেন। বিএইচবিএফসি'র এ রিয়াল টাইম রিপেমেন্ট ব্যবস্থা উদ্বোধনকালে অর্থমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটির এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এসময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির অন্য সব সেবাও এভাবে ক্রমান্বয়ে ডিজিটালাইজড করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আফজাল করিমের সভাপতিত্বে রাজধানীর হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল'র দিলকুশা হলে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি) সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, এসবিএল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী এবং বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ, বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের সকল পরিচালক এবং কর্পোরেশন ও এসবিএল-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# শুদ্ধাচার: আত্মোপলব্ধি ও আত্ম জিজ্ঞাসা

- মো. বদিউজ্জামান, উপমহাব্যবস্থাপক
মার্কেটিং এন্ড ডেভলপমেন্ট বিভাগ, বিএইচবিএফসি

সোনার বাংলা আমাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত। দেশপ্রেম ইমান থেকে। ইমানদার হতে হলে দেশপ্রেম থাকতে হবে। ইমানদার বা দেশপ্রেমী যা-ই হতে চাই, আগে সোনার মানুষ হতে হবে। শুদ্ধাচারী মানুষকে সোনার মানুষ ধরে নিয়ে বলছি। সোনার মানুষ না হলে, সোনার বাংলা হবে কি করে?

আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলে না---এমন কোনও ধর্ম নাই। নাস্তিক্যবাদীরাও পরিশুদ্ধ মানবিক আচরণের কথা বলেন। আসলে শুদ্ধাচারবাদ নিজেই এক পূর্ণাঙ্গ দর্শন। ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে শুদ্ধাচারে বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সদাচার-শুদ্ধাচারইতো প্রাণীজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিয়ামক। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে যেমনই হই, দিনশেষে অন্তর্জগতে বিরাজমান এক শুদ্ধাচারী সত্তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ সত্তা সদাচার-শুদ্ধাচারের জন্য ভিতরে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। হীনতা-দীনতা-পাপাচারের জন্য ভর্ৎসনা করে, অলৌকিক বিচারে আত্মাকে শাস্তি দেয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে নিজেকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে নিঃসন্দেহে আমাদের কারোই কোন সংশয় নেই। মানুষ হিসেবে সোনার মানুষ কিনা, সংশয় যতটুকু এখানেই।

শরীরে স্বর্ণের অলংকার ধারণ করে সোনার মানুষ হওয়া যাবে না। সোনার কলসিতে রাখা পানীয় জল পান করেও না। সদাচার-শুদ্ধাচারের চর্চাটাই সোনার মানুষ হয়ে ওঠার একমাত্র উপায়। শুদ্ধাচার অর্থ শুদ্ধ ও পরিমার্জিত আচার-আচরণ। পরিশুদ্ধ চারিত্রিক গুণাবলীর আলোকে সততার সাথে কর্তব্য সম্পাদনকে শুদ্ধাচার বলা যেতে পারে। এ শুদ্ধাচার অর্জনে অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। দৃষ্টিভঙ্গি বদলালেই চলে।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণের অস্তিত্ব টের পাওয়ার পর থেকে প্রার্থনা ও প্রচেষ্টার শুরু। এই ভ্রূণকে জগৎ আলো করা মহামানব হিসেবে পাওয়ার প্রার্থনা ও প্রচেষ্টা। একজন আত্মস্বীকৃত দুরাচারও সন্তানকে সজ্জন ও ন্যায়পরায়ণ মহামানব হিসেবে গড়ে তুলতে চান। মানব সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবার, পাঠশালা ও পাঠ্যপুস্তক, ধর্মালয় ও ধর্মগ্রন্থসহ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার কোথাও দুরাচার গড়ে তোলার দীক্ষা নাই। অথচ দিনে দিনে অনেকেই আমরা সাক্ষাৎ দুরাচার হয়ে যাই।

পৃথিবীতে মানুষের আগমনটা ঘটে শূণ্য হাতে। প্রস্থানের সময়ও যেতে হয় একইভাবে। কেবল জীবনকালেই কিছু বৈষয়িক সয়-সম্পত্তির দরকার পড়ে। এর পরিমাণ কতটুকু? অথচ পৃথিবীর সব সম্পদই যেন নিজের করে নিতে চাই। জগতের হিংস্রতম প্রাণীরাও ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিকার করে না। আমরা অনেকে ভবিষ্যৎ চৌদ্দপুরুষের আখের (বৈষয়িক সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা অর্থে) গুছিয়ে রেখে মরতে চাই। এ মানসিকতা প্রকারান্তরে বিশাল এক আহাম্মকিতা, এটা বুঝতে বা স্বীকার করতে চাই না। এক্ষেত্রে আস্তিকদের অন্তত বোঝা উচিত যে, প্রতিটি মানুষ যে যার যোগ্যতা, পরিশ্রম ও আমল অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। কারো আখের অন্য কেউ গুছিয়ে দিতে পারে না। এ ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করার কোনও অর্থ নেই। সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্তার থেকে বেশি মহব্বত দেখানো নির্বুদ্ধিতা। এটাও উপলব্ধি করা দরকার যে, একজন রোজগারি মানুষ তার সমগ্র আয়ের কতটুকুইবা নিজের জন্য ব্যয় করে। অশুদ্ধ উপায়ে আখের গোছানোর বাতিক একটি গুরুতর মানসিক রোগ; অবিলম্বে এর চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। বৈষয়িক আখের বা অর্থলিপ্সা রোগটার সফল চিকিৎসা করা গেলে অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ শুদ্ধাচারের বাস্তবায়ন হয়ে যেতো। এটা শুধুমাত্র স্বপ্নের সোনার বাংলার জন্য নয়, স্বপ্নের সোনার বিশ্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শুদ্ধাচারের চর্চায় ন্যায়-নিষ্ঠ সমাজ, দেশ ও বিশ্ব গঠনে মহানায়ক-মহামানবেরা সর্বোচ্চ পরিশ্রম ও ত্যাগের নিদর্শন রেখে গেছেন। আমরা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সুস্বাদু ফলের বাগানে সুফল ভোগকারী সুবিধাভোগী মাত্র। গাছের এবং তলার---উভয়টাই খাচ্ছি। সেবা এবং সুবিধা গ্রহণে ব্যত্যয় ঘটলে কিংবা মনের মতো করে না ঘটলে গেলরে...গেল... বলে আড্ডা গরম করে ফেলি। অথচ একইরকম সেবা বা সুবিধা দেয়ার দায়িত্বে নিজে নিয়োজিত থাকলে বেমালুম সব ভুলে যাই। যেন, যেমন সেবা পেতে চাই, তেমনটি অন্যকে দিতে নাই। নিজ এবং নিজ সন্তান-পরিজনের আচার শুদ্ধ না করে, অবশিষ্ট জগৎকে শুদ্ধাচারের দীক্ষা দেয়ার নৈতিক অধিকার আমাকে কে দিলো?

মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা বিষয়ে সচেতন অর্থাৎ তাঁর হুশ আছে। নিজের ক্ষেত্রে অন্যায়-অপরাধ-জুলুম আরোপিত হলে পারতপক্ষে প্রতিকার, প্রতিবাদ অথবা ঘৃণা করি। এমন মানুষটিকেও অন্যায়-অপরাধ-জুলুমের ব্যাপারে সচেতন বানানো বা হুশে আনার প্রয়োজন না হলেই ভালো হতো। বাস্তবতা হলো, দেশের সুনাগরিকের দেওয়া করের টাকায় রাষ্ট্রকে জেলখানায় অপরাধীর ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করতে হয়। শুদ্ধাচার বিবর্জিতদের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বের যেন শেষ নেই।

শুদ্ধাচার প্রশ্নে রাষ্ট্র তথা সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে নিজের দিকে ফিরে তাকালে আপসোস এবং লজ্জাটা আরো বেড়ে যায়। কর্পোরেট সেবা ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারের ফলে ওদের সাথে নিজেকে তুলনা করলে মুখে চুন-কালির প্রলেপটা আরও প্রকটভাবে ধরা পড়ে। বেসরকারি পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীদের পেশাদারিত্বের মান ও শুদ্ধাচার চর্চা দেখে লজ্জিত না হয়ে উপায় থাকে না। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করে। নিজের প্রতি নিজের করুণার উদ্রেক হয়। ভবিষ্যতে জনসমক্ষে নিজের পেশাগত পরিচয় প্রকাশ করার মুখ থাকবে তো?

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সেবা বিতরণকারীদের সিংহভাগ উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সার্টিফিকেট রয়েছে। উচ্চ শিক্ষিতদের বিনয়ী, রুচিশীল, মার্জিত, নীতিবান, সৎ ও দক্ষ হওয়ার কথা। সকল ক্ষেত্রে প্রমিত আচরণের অধিকারী হওয়ার কথা। এসব মানুষদের নতুন করে শুদ্ধাচারের দীক্ষা দিতে না হলেই ভালো হতো। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ভালোটা যেন কোনভাবেই অর্জন করা যাচ্ছে না। দেশে দেশে সরকারকে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে প্রভূত চেষ্টা করতে হচ্ছে।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অর্জন, দুর্নীতি হ্রাস ও সেবার মানোন্নয়ন তথা স্বপ্নের 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে' বাংলাদেশ সরকারেরও সুনির্দিষ্ট শুদ্ধাচার কৌশল রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এ কৌশল বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। স্বপ্নের 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়'-এ বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শিরোনামে যে কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে তার আলোকে সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার অর্জনের লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী। ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেকে শুদ্ধাচারী সোনার মানুষ হতে পারলে স্বপ্নের সোনার বাংলা আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব সত্যে পরিণত হবে। (তারিখ ঃ ৩১/১২/২০২১)

# এপিএ বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসি পুনরায় প্রথম ও পুরস্কৃত

এফআইডি সচিব (ডানে থেকে দ্বিতীয়) কর্তৃক বিএইচবিএফসি এমডি (বাঁ-এ তৃতীয়)-এর হাতে পুরস্কার হস্তান্তর

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)-এর আওতাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরীতে এবারও বিএইচবিএফসি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপিএ বিষয়ক বার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অতি উত্তম মান-সূচকে প্রতিষ্ঠানটি এ কৃতিত্ব অর্জন করে। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, এফআইডি'র অধীন একটি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ও ১৭টি ব্যাংক, বীমা ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিএইচবিএফসি সর্বোচ্চ ৯২ দশমিক ৮ নম্বর পেয়ে এ গৌরব অর্জন করে। গত ২৭ ডিসেম্বর, সোমবার মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এফআইডি সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এপিএ-তে প্রথম হওয়ায় বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম-এর হাতে সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেন। এসময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিববৃন্দ, প্রতিষ্ঠানটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইওবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

---

মঞ্চে উপবিষ্ট পর্ষদ চেয়ারম্যান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ

# চট্টগ্রামে গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় সভা

গত ৩ অক্টোবর, রবিবার বিএইচবিএফসি'র চট্টগ্রাম জোনাল অফিসে এ অঞ্চলের ঋণ গ্রহীতা ও সেবা প্রার্থীদের সাথে কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জোনাল ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় চট্টগ্রাম জোনের ৩টি রিজিওনাল ও ৯টি শাখা অফিসের ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম জোনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের এ সমাবেশে স্থানীয় বেশকিছু ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় কালে চলমান ঋণ সেবা মাসে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ মঞ্জুরী, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, মামলা নিষ্পত্তি ও ঋণ পরিশোধকারীদের দলিলপত্র ফেরত প্রদানসহ সার্বিক সেবা বিষয়ে স্থানীয় অফিসের পারফরমেন্স সম্পর্কে গ্রাহক ও সেবা প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত গ্রহণ করা হয়। গ্রাহক ও সেবা প্রার্থীগণ সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার নিশ্চিতকল্পে বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষের মহতী এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জোনাল ম্যানেজারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরব্যাপী ঋণ গ্রহীতা ও সেবা প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন এবং ব্যবসায়িক লক্ষ্য পূরণে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

# অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদঃ

**প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম ঃ** তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার আইন (১ম ব্যাচ)
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০২১
**স্থান ঃ** ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সদর দফতর, ঢাকা
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ২৫ জন (১০ম - ৬ষ্ঠ গ্রেড) কর্মকর্তা

**কর্মশালার নাম ঃ** Identifying and Overcoming Obstacles in Providing Quality Customer Service
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২৫ অক্টোবর, সোমবার,২০২১
**স্থান ঃ** ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সদর দফতর, ঢাকা
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ৩৫ জন (১০ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড) কর্মকর্তা

**প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম ঃ** Annual Performance Agreement
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ১৩ নভেম্বর, শনিবার, ২০২১
**মাধ্যম ঃ** অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম ক্লাউড মিটিংস)
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ১০০ জন (জোনাল, রিজিওনাল ও শাখা ব্যবস্থাপক এবং সদর দফতরের বিভিন্ন স্তরের) কর্মকর্তা

**প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম ঃ** অফিস ব্যবস্থাপনা ও চাকরির বিধানাবলী
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ১৮ নভেম্বর, বৃস্পতিবার, ২০২১
**স্থান ঃ** ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সদর দফতর, ঢাকা
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ৩০ জন (১০ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড) কর্মকর্তা

**কর্মশালার নাম ঃ** ঋণ সেবা সহজীকরণ
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২১
**স্থান ঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ, বিএইচবিএফসি সদর দপ্তর, ঢাকা
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ১৫ জন ( ৫ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড) কর্মকর্তা

**প্রশিক্ষণ কোর্সের নামঃ** সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা(২য় ব্যাচ)
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২৫ ডিসেম্বর, শনিবার ২০২১
**স্থান ঃ** ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সদর দফতর, ঢাকা
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ২৫ জন (১০ম - ৫ম গ্রেড) কর্মকর্তা

**প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম ঃ** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার (২য় ব্যাচ)
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২৬ ডিসেম্বর,রবিবার ২০২১
**স্থান ঃ** ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সদর দফতর, ঢাকা
**অংশগ্রহণকারী ঃ** মোট ২৫ জন (১০ম - ৫ম গ্রেড) কর্মকর্তা

**কর্মশালার নাম ঃ** ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR)-চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিএইচবিএফসি'র ভাবনা/প্রস্তুতি
**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ৩০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০২১
**স্থান ও মাধ্যম ঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ এবং জুম ক্লাউড মিটিংস
**অংশগ্রহণকারী ঃ** সদর দফতরস্থ সকল উপমহাব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপক এবং সকল জোনাল, রিজিওনাল ও শাখা ম্যানেজার

# শরীয়াহ্ ভিত্তিক গৃহায়ণ বিনিয়োগ ব্যবস্থা'র উদ্বোধন

মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে বাঁ-এ) বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফ আই ডি সচিব, বিএইচবিএফসি'র পর্ষদ চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি

গৃহ নির্মাণে ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক সুদমুক্ত বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছে বিএইচবিএফসি। শরীয়াহ্ সম্মত সুদমুক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থার জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি 'মনজিল' নামক গৃহ নির্মাণে বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি নতুন প্রোডাক্ট চালু করেছে। প্রোডাক্টটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৫ নভেম্বর বিএইচবিএফসি সদর দফতর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)'র সচিব জনাব শেখ মোহম্মদ সলীম উল্লাহ প্রোডাক্টটির শুভ উদ্বোধন করেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, চেয়ারম্যান, শরীয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, বিএইচবিএফসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, এফআইডি'র উর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্পোরেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কর্পোরেশনের রুরাল এন্ড পেরি আরবান হাউজিং ফাইনান্স প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক মো. আতিকুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইএসডিবি)-এর অর্থায়নে বিএইচবিএফসি'র রুরাল এন্ড পেরি আরবান হাউজিং ফাইনান্স প্রজেক্ট শীর্ষক একটি গৃহ নির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প চালু রয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট মেট্রো. এলাকার বাইরে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য 'মনজিল' প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্বোধনী বক্তব্যে এফআইডি সচিব মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর ঐতিহাসিক এ বছরটিতে বিএইচবিএফসি'র নতুন এ প্রোডাক্টটিকে সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। তিনি ইসলামি শরীয়াহ্'র আলোকে সুদের পরিবর্তে মুনাফা ভিত্তিক এ বিনিয়োগ ব্যবস্থাটির বহুল প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি মনজিল বিনিয়োগ প্রোডাক্ট-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তাসহ সার্বিক সাফল্যের লক্ষে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও উন্নতকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

---

# ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২১ অনুষ্ঠিত

গত ৯ অক্টোবর বিএইচবিএফসি সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানটির 'ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএইচবিএফসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আফজাল করিম। প্রতিষ্ঠানের ৬ মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ও সেশন পরিচালনা করেন। সদর দফতরের সকল উপমহাব্যবস্থাপক, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ জোন-এর জোনাল ম্যানেজার, রিজিওনাল ম্যানেজার ও শাখা ম্যানেজার এবং প্রতিটি বিভাগের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার বাহিরের সকল জোনাল, রিজিওনাল ও শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে) ও উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ। বাঁ-এ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত পর্ষদ চেয়ারম্যান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির এযাবৎকালের সেরা সাফল্য, মুনাফা অর্জন, এপিএ-তে প্রথম স্থান অর্জন প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে এসব সাফল্য আগামীর দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এসময় তিনি এ অর্থবছরের শুরুতেই চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া ও তা অর্জনের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জনাব আফজাল করিম এসময় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন তথ্য উপাত্তও তুলে ধরেন। জনাব করিম ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত নানা কর্মসূচীর তথ্য তুলে ধরে এর সার্বিক সাফল্য ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষত: কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহীদের সর্বোত্মক সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন গৃহায়ণের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বিএইচবিএফসি'র কর্মপরিধি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। এক্ষেত্রে ড. সেলিম প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রত্যেককে সততা, দক্ষতা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালবাসা এবং প্রত্যয়ের সমাহার ঘটিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠান তথা দেশের জন্য সম্পদে পরিণত করারও নির্দেশ দেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বস্তরের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া এবং সাধারণের চাহিদা পূরণের তাগিদ পুর্নব্যক্ত করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সম্মেলনের সমাপ্তি পর্বে বিগত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বীকৃতিপত্র ও পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

## 'Green & Inclusive Financing' বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সভা

**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০২১
**অনুষ্ঠানস্থলঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ, বিএইচবিএফসি,সদর দপ্তর, ঢাকা
**সভাপতি ঃ** জনাব মো. আফজাল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
**অংশগ্রহণকারী ঃ** প্রকল্প পরিচালক সহ প্রতিষ্ঠানের চার মহাব্যবস্থাপক, বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ; এএফডি'র তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির কান্ট্রি ডিরেক্টর বেনোইট চ্যাসেটি, প্রজেক্ট অফিসার বেঞ্জামিন র্যারপ এবং লিড প্রজেক্ট অফিসার এস এ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

## অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা

**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২১
**অনুষ্ঠানস্থল ঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ, বিএইচবিএফসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
**সভাপতিঃ** জনাব মো. আফজাল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
**অংশগ্রহণকারী ঃ** উপব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল মহাব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপক ও নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ। সকল জোনাল, রিজিওনাল ও শাখা ম্যানেজার এবং মাঠ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ (জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত)।

## এপিএ'র অর্জন পর্যালোচনা সভা

**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০২১
**অনুষ্ঠানস্থল ঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ, বিএইচবিএফসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
**সভাপতি ঃ** জনাব মো. আফজাল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
**অংশগ্রহণকারী ঃ** সকল মহাব্যবস্থাপক ও সদর দফতরস্থ সকল উপমহাব্যবস্থাপকসহ পিএইচআরডি বিভাগের কর্মকর্তাগণ।

## নৈতিকতা কমিটির সভা

**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ২১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২১
**অনুষ্ঠানস্থল ঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ, বিএইচবিএফসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
**সভাপতি ঃ** জনাব মো. আফজাল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
**অংশগ্রহণকারী ঃ** উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল মহাব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকসহ নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ।

## স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা

**অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ** ১, ১২ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০২১
**সভা নং ঃ** ৫৬, ৫৭ ও ৫৮-তম
**অনুষ্ঠানস্থল ঃ** পর্ষদ সভাকক্ষ, বিএইচবিএফসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
**সভাপতি ঃ** জনাব মো. আফজাল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
**অংশগ্রহণকারী ঃ** উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল মহাব্যবস্থাপক ও কমিটির সদস্যগণ।

# বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

উর্ধ্বতন নির্বাহী ও সংগঠন প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডান থেকে ৪র্থ) এর শ্রদ্ধা নিবেদন

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ১৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে বিএইচবিএফসি। এদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরসহ সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৭টায় প্রতিষ্ঠানটির সদর দফতরস্থ বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম জোনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে শহরটির কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দানকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এছাড়াও, দিবসের সূচনালগ্ন রাত ১২.০১ মিনিটে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সরকার আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় কর্পোরেশনের পক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে তাঁর পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী ও মহাব্যবস্থাপক জনাব প্রলয় কুমার ভট্টাচার্য্য। অপরাহ্নে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সরকার আয়োজিত বিশেষ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও অংশগহণ করেন। সকল আনুষ্ঠানিকতায় বিএইচবিএফসি'র উর্ধ্বতন সকল নির্বাহীবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনকে জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য করে তোলার জন্য ১৫ ডিসেম্বর থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কর্পোরেশনের নিজস্ব স্থাপনাসমূহে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানসূচীতে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা অন্তর্ভূক্ত ছিল।

# এসবিএল'র সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত

এমওইউ স্বাক্ষরশেষে করমর্দনরত বিএইচবিএফসি এমডি (ডানে ৫ম) ও এসবিএল এমডি (বাঁ থেকে ৪র্থ)

গত ৩১ অক্টোবর, রবিবার বিএইচবিএফসি ও সোনালী ব্যাংক লি. (এসবিএল) এর মধ্যে অনলাইনে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এসবিএল সদর দফতরে প্রতিষ্ঠানটির কনফারেন্স কক্ষে অপরাহ্ন সাড়ে ৪ টায় এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। এসবিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মো. আতাউর রহমান প্রধান এবং বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম এ স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসবিএল'র উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এসবিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও চুক্তিটিকে দুটি প্রতিষ্ঠানের আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বলে উল্লেখ করেন। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ চুক্তিকে কর্পোরেশনের ঋণ গ্রহীতা ও সেবা প্রত্যাশী নাগরিককে রিয়াল টাইম সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের শুভ সূচনা মর্মে আখ্যা দেন। বিএইচবিএফসি'র পক্ষে মহাব্যবস্থাপক মো. জসীম উদ্দীন এবং এসবিএল'র পক্ষে মহাব্যবস্থাপক সুভাষ চন্দ্র দাস সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

# পরিচালনা পর্ষদের তিনটি সভা অনুষ্ঠিত

পর্ষদ চেয়ারম্যান (মাঝে)-এর সভাপতিত্বে ৫০৭-তম সভার একটি দৃশ্য

গত ২৪ অক্টোবর, ২১ নভেম্বর ও ২৯ ডিসেম্বর বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদ সভাকক্ষে পর্ষদের ৫০৫, ৫০৬ ও ৫০৭-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ। সভায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব নীলুফার আহমেদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (সচিব), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব তপন কুমার ঘোষ, সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড; বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরীসহ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

# বিএইচবিএফসি'র বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন

উদ্বোধনী ফিতা কাটছেন এফআইডি সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ (ডান থেকে ৫ম) ও বিএইচবিএফসি পর্ষদ চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২১, মঙ্গলবার বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)-এর সদর দফতর ভবনে প্রতিষ্ঠানটির 'বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন'-এর উদ্বোধন করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)-এর সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম-এর সভাপতিত্বে বিএইচবিএফসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী বিষয়ক এক আলোচনা অনুষ্ঠানের পর বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করা হয়। আলোচনা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন ও পরিচালক তপন কুমার ঘোষ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এফআইডি'র অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. হারুন অর রশিদ মোল্লা, যুগ্মসচিব মৃত্যুঞ্জয় সাহা সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কর্পোরেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, সকল মহাব্যবস্থাপক এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের মাঠ পর্যায়ের সকল ব্যবস্থাপকবৃন্দ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা অনুষ্ঠানে সিবিএ, বঙ্গমাতা পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি, বিএইচবিএফসি শাখার প্রতিনিধিবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। মুজিব জন্মশতবর্ষ এবং বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে জাতির পিতার স্মৃতি সংরক্ষণাগার ও প্রদর্শনীকেন্দ্র হিসেবে বিএইচবিএফসি সদর দফতর ভবনের দোতলায় সুপরিসর ও নান্দনিক বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

# যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে গত ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উদযাপন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছোট ভাই শেখ রাসেলের শুভ জন্মদিন ১৮ অক্টোবর-কে সরকার 'ক' ক্যাটাগরীর দিবস হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি দিবসটিকে সরকারিভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিএইচবিএফসি দিবসটি উদযাপনে দিনব্যাপী ১০টি কর্মসূচী নির্ধারণ ও পালন করে।

দিবসটির কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এদিন সকাল ১০টায় কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে শেখ রাসেল-এর অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আফজাল করিম-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। দিবসের অন্যতম আরেক কর্মসূচী হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তত্ত্বাবধানে মানিকগঞ্জ সরকারি শিশু পরিবারে এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে রান্না করা উন্নতমানের খাবার বিতরণ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডান থেকে চতুর্থ)-এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন

এছাড়াও শেখ রাসেল-এর জীবন ভিত্তিক আলোচনা সভা, দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ। অনুষ্ঠানটিতে কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা -কর্মচারী এবং সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন।


প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ **মো. আফজাল করিম,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **অরুন কুমার চৌধুরী,** উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
**মো. বদিউজ্জামান,** উপমহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট)
**মো. রফিকুল ইসলাম,** প্রিন্সিপাল অফিসার (ট্রেনিং ইনস্টিটিউট)
**মো. ইমতিয়াজুল ইসলাম,** সিনিয়র অফিসার (পিএইচআরডি)

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
info@bhbfc.gov.bd, web : www.bhbfc.gov.bd